The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.105 -114)
Published in October, 2025

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের কাব্যে ইসলামি চিন্তা-দর্শন

ড. আব্দুল করিম*

প্রতিপাদ্যসার: ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম একটি যুগ হলো সেলজুকি যুগ। এই যুগের প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় সুফি কবি হলেন শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার। ফারসি সাহিত্যের তিনিই একমাত্র কবি যিনি ব্যক্তি বিশেষের উপর কোনো প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেননি। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে *মানতেকুত তায়ের*, *আসরার নামে*, *এলাহি নামে*, *পান্দ নামে*, *খসরু নামে*, *দিওয়ানে আত্তার*, *মোখতার নামে* ও *মোসিবত নামে* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্যগ্রন্থে তিনি আল্লাহ তায়ালা, রাসুল (সা.), খোলাফায়ে রাশেদিন এবং সাহাবিদের প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর কাব্যে সৃষ্টি জগতের রহস্য, ইসলামি ঐতিহ্য, সুফিতত্ত্বের গুঢ় রহস্যাবলি, দ্বীন ও মাযহাবের বর্ণনা, ধর্মীয় কাহিনী, আকিদা-বিশ্বাস, আদব-কায়দা, নীতি-নৈতিকতা এবং মিরাজের বর্ণনা রয়েছে যা তাঁকে একজন সুফি কবি হিসেবে পরিচিত করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের কাব্যে ইসলামি চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার একজন প্রতিভাধর সুফি কবি ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে সুফি দর্শনের বিকাশে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কাব্য সাহিত্যে কুরআন, হাদিস, নবী ও রাসুলদের কাহিনী এবং ইসলামি বিষয়াবলির প্রভাব অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তিনি মানুষকে বৈষয়িক স্বার্থসমূহ পরিহার করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ এ পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করে থাকে। এ অনুসন্ধানের পথে মানুষ পীর বা পথ প্রদর্শকের সন্ধান লাভ করে। খাঁটি পীর আল্লাহ তায়ালার রহমতের দ্বারা বিশেষ গুণে গুণান্বিত। অন্যান্য মানুষের তুলনায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁর মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। এ আধ্যাত্মিক সাধনার পথে পরিভ্রমণকারীকে সালেক বা সাধক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর সাধনার পথে পীরের উপদেশবাণী যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। এছাড়া আত্তারের কাব্যগ্রন্থের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির বর্ণনা। যেমন বসন্তকাল, রজনী, পুষ্প এবং প্রভাত সমীরণ প্রভৃতি। তাঁর কাব্যে প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-বেদনা এবং আবেগ-অনুভূতির চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ফারসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি কবি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ। উপাধি ফরিদ উদ্দিন (মনসুরউদ্দীন ১২২)। তাঁর উপনাম আবু হামিদ। তাঁর ছদ্মনাম হলো আত্তার। তিনি আত্তার নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। আত্তার শব্দের আভিধানিক অর্থ আতর বা সুগন্ধি বিক্রেতা। তবে ফারসি ভাষায় ঔষধ বিক্রেতাকে আত্তার নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ বিক্রয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি এই নামে বেশি পরিচিতি লাভ করেন (শাকিবা ১০৯)। আত্তার খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরের কাদকানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাঈদ নাফিসির বর্ণনা মতে, তিনি ৫৩৭ হিজরি মোতাবেক ১১৪৩

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দৌলতশাহ ও কাজি নুরুল্লাহর *রিয়াযুল আরেফিন* এবং *মাজমাউল ফুসাহা* গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ৫১২ হিজরি মোতাবেক ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সাফা ৮৫৮)। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেন যে, তিনি ৬২৭ হিজরি মোতাবেক ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন। আত্তারের পিতার নাম ইব্রাহিম। ডাকনাম আবু বকর। তাঁর পিতা একজন আলেম, আল্লাহ প্রেমিক, আধ্যাত্মিক সাধক ও ঔষধ বিক্রেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন দ্বীনদার, পরহেজগার বিদুষী মহিলা যিনি প্রায় বিশ বছর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন (শাজিয়ি ১)।

অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক ও ধর্মীয় ব্যক্তি ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরের কাদকান শহরে বসবাস করতেন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। এর পাশাপাশি তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের পন্থাসমূহ শিক্ষা লাভ করেন (শাফাক ১২২)। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ এবং উসুলে ফিকাহ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। ফলে তাঁর কাব্যে জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, ইসলামি ঐতিহ্য এবং কাব্য শিল্পের বিভিন্ন বিষয়সমূহ অতি সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আত্তার খোরাসানের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে, ইলমে তাফসির, ইলমে হাদিস এবং ইলমে ফিকাহ এর জ্ঞান মানুষকে পৃথিবীতে শান্তি ও মুক্তি দিতে পারে। তাঁর কাব্যে এই তিন প্রকার ইলমের বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন (ফোরুযানফার ৪৮-৫০)। তিনি যাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- শেখ নাজম উদ্দিন কোবরা, মাজদ উদ্দিন বাগদাদি, সাদ উদ্দিন আবুল ফাজল ইবনুল রাব্বি এবং কুতুব উদ্দিন হায়দার প্রমূখ।

কবি জীবনের একটি বড় অংশ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। তিনি ভ্রমণকে উপভোগ করতেন। কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না (জলীল ১২৫)। তিনি মক্কা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি খাওয়ারিজমে সফরকালে মাজদ উদ্দিন বাগদাদির সান্নিধ্যে উপনীত হন। এ ছাড়াও তিনি অসংখ্য সুফি সাধকের সাথে দেখা করেন। তিনি মক্কা, মিসর, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন (শাফাক ১২২)। অবশেষে স্বীয় মাতৃভূমি নিশাপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাহিত্যকর্ম

ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে সাঈদ নাফিসির মত হলো- ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাথে সম্পৃক্ত ৬৬টি গ্রন্থের মধ্যে ১২টি গ্রন্থ তিনি নিজে রচনা করেছেন। এগুলো হলো- *মানতেকুত তায়ের*, *আসরার নামে*, *পান্দ নামে*, *এলাহি নামে*, *মোখতার নামে*, *মোসিবত নামে*, *খসরু নামে*, *দিওয়ানে আত্তার*, *জাওয়াহির নামে*, *শারহুল কাল্ব*, *মাযহারুস সিফাত* এবং *তাযকিরাতুল আউলিয়া* (নাফিসি ১৩৪)। রেযা কুলি খানের মতে, ফরিদ উদ্দিন আত্তারের গ্রন্থের সংখ্যা ১৯০টি। কাজি নুরুল্লাহ শোশতারির মতে, ১১৪টি এবং দৌলত শাহের মতে, ৪০টি (ফোরুযানফার ৭৪)। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

মানতেকুত তায়ের (منطق الطير)

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতেকুত তায়ের* বিশ্বে সুফিবাদী কাব্যসাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এতে তিনি সুফিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মদর্শন রূপক বর্ণনার মাধ্যমে নিপুণতার সাথে ব্যক্ত করেছেন। মোহাম্মদ রেযা শাফেয়ি কাদকানি এর মতে, এ কাব্যগ্রন্থে ৪,৭২৪টি পঙ্ক্তি রয়েছে (আত্তার ৪৪৬)। কবি এ কাব্যগ্রন্থে সুফি দর্শনের সাতটি স্তর বা উপত্যকা তুলে ধরেছেন। এ গুলো হলো- তালব (طلب) বা অনুসন্ধান, এশক (عشق) বা প্রেম, মারেফাত (معرفت) বা জ্ঞান, এস্তেগনা (استغنا) বা অমুখাপেক্ষিতা, তাওহিদ (توحيد) বা একাত্ববাদ, হেইরাত (حيرت) বা জ্ঞান বিস্ময় এবং ফাকর ও ফানা (فقر و فنا) (সাফা ৮৬৩)।

আসরার নামে (اسرار نامه)

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত *আসরার নামে* একটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ। এতে ৩,১০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। এটি ২২টি প্রবন্ধ এবং ১০৭টি ছোট কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কবি এই কাব্যগ্রন্থ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করেছেন। এ ছাড়া এতে রাসুল (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রশংসা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে সুফিতত্ত্বের গুঢ় রহস্যাবলি ছোট ছোট কাহিনী আকারে বর্ণিত হয়েছে। এতে সুফিবাদের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি মানুষের মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে পদার্পণ এবং কৃতকর্মের ফলাফল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের শেষ দিকে এসে আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং কাব্যচর্চার গোপন রহস্য আলোচিত হয়েছে (কামাল উদ্দিন ৭১)।

পান্দ নামে (پند نامه)

ফারসি সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি মাসনাভি গ্রন্থ হলো- *পান্দ নামে*। এটি আত্তারের আদব-কায়দা, নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থটিতে ৮৫০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (নাফিসি ১০৮)। এটি ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতির প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। বিশেষকরে উপমহাদেশে এ কাব্যগ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অন্যান্য কাব্যের তুলনায় অনেক বেশি। এ কাব্যগ্রন্থটি আরবি, তুর্কি, হিন্দি এবং বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল এবং প্রাণবন্ত (আনুসে ১৭৮৪)।

এলাহি নামে (الهی نامه)

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় রচিত দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থ হলো- *এলাহি নামে*। এ কাব্যগ্রন্থে ৬,৫১১টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (ফোরুযানফার ৯৫)। *এলাহি নামে* কাব্যগ্রন্থটি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার মাধ্যমে সূচনা করা হয়েছে। এরপর রাসুল (সা.) এর শানে নাত, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশংসা, দ্বীন ও মাযহাবের বর্ণনা, ধর্মীয় কাহিনী, আকিদা-বিশ্বাস এবং মিরাজের বর্ণনা রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে ২২টি প্রবন্ধ ২৮২টি ছোট গল্প বা কাহিনী কাব্যাকারে বর্ণনা করা হয়েছে (শাকিব ১২৯)।

মোখতার নামে (مختار نامه)

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মোখতার নামে* একটি রুবাই ধারার কাব্যগ্রন্থ। এতে আধ্যাত্মিকতার নিগুঢ় রহস্য রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটিকে ৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যদিও তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার বৈচিত্র শত অধ্যায়ে সমাপ্ত হওয়ার নয়। কারণ, তাঁর প্রতিটি রুবাইতে আত্মিক অনুভূতির চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। একজন প্রকৃত সুফি সাধকের হৃদয়ে এমন কিছু অবস্থার আবির্ভাব ঘটে যা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এ রুবাই ধারার কাব্যগ্রন্থে হৃদয়ের অনুভূতি ছন্দালঙ্কারে আলোচিত হয়েছে (আত্তার ১৩)। ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মোখতার নামে* এর শুরুতে গদ্যাকারে একটি ভূমিকা রয়েছে। এ গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৫,০০০টি। এতে প্রায় ২,০৮৮টি রুবাই রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের শুরুতে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় রচিত রুবাইর সংখ্যা ১০৩টি। এরপর তিনি রাসুল (সা.) এবং আসহাবে রাসুল (সা.) -এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন (নাফিসি ৭৭)।

মোসিবত নামে (مصیبت نامه)

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ হলো- *মোসিবত নামে*। এতে আধ্যাত্মিক জগত পরিভ্রমণের গোপন রহস্যাবলি আলোচিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৭,৫৩৯টি। ফারসি সাহিত্যে এটি একটি অভিনব কাব্যগ্রন্থ। কবি *মোসিবত নামে* কাব্যগ্রন্থের প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে শুরু করেছেন। এরপর রাসুল (সা.)-এর প্রশংসা এবং চার খলিফা সম্পর্কে প্রশংসামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন (ফোরুযানফার ৩৯৭)।

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের ইসলামি চিন্তা-দর্শন

১. আল্লাহ সম্পর্কে আত্তারের দর্শন

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তাঁর সৃষ্টিগুণ সমানভাবে কার্যকর রয়েছে। তাঁর সব গুণই অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক জিনিসের উপর তাঁর প্রভুত্ব বিদ্যমান। বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিপালন, পরিপোষণ ও পরিচালনা প্রভৃতি কোনো ব্যাপারেই তাঁর সমকক্ষ বা শরিক নেই। আল্লাহ তায়ালা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জগতের সব কিছু তিনিই রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের মালিক। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবাইকে একদিন তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাঁরই বিধি বিধানের অনুসরণের মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই আমাদের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ যাতে আমাদের উপর অব্যাহত থাকে সে জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। কবি আত্তার এ সম্পর্কে বলেন-

خالقا بیچارۂ راهم تو را　　همچو موری لنگ در چاهم تو را
(আত্তার ৪৪৩)
হে সৃষ্টিকর্তা, তোমার এ নগণ্য অসহায়কে সাহায্য করো
যেমনভাবে পিপীলিকা গর্তের ভেতর তোমার সাহায্যে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা হলেন অসীম অনুগ্রহশীল। মানুষ অপরিসীম গুনাহ করলেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমা ব্যতীত কারো পক্ষেই এই পৃথিবীতে জীবনযাপন এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কাছে সকল গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। যাতে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র হওয়া যায়। কবি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন-

بحر قهاریت را بنشان ز جوش　　می ندانستم، خطا کردم، بپوش
(আত্তার ৪৪৬)
তোমার শক্তিমত্তার সাগরকে উত্তেজনার দ্বার প্রদর্শিত কর
আমি অজ্ঞাতসারে করেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

২. হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আত্তারের দর্শন

মহান আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসুল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.) হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসুল হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। কেননা তাঁর বিধান ব্যতীত আমারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। ফলে তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন করতে হবে। বলা হয়ে থাকে যে, হযরত মুসা (আ.) যদি এখনো বেঁচে থাকতেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াতের সময় পেতেন, তবে তিনি হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করতেন (ভূঁইয়া ১৮)। ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি আত্তার নিজেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক নূরের দ্বারা সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

زهی عطّار کز نور محمد　　شدی مسعود و منصور و مؤیّد
(মোর্তাযাপুর ৬২)
কতোই উত্তম! হে আত্তার, মোহাম্মদ (সা.)-এর নূর হতে
হয়েছো সৌভাগ্যবান, গৌরবান্বিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত।

৩. ইসলামের চার খলিফার সম্পর্কে আত্তারের দর্শন

খলিফা অর্থ প্রতিনিধি, অন্যের স্থলাভিষিক্ত, অন্য কারো স্থলে উপবেশকারী। মহানবি (সা.) -এর আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী যার ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁদেরকে 'খলিফা' বলা হয়। খলিফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো 'খেলাফত'। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা রাসুল (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন। যাঁরা এই দায়িত্বের অধিকারী তাঁদেরকে 'খুলাফা' বলা হয় (রহমান ২১৭)। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা ছিলেন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার তাঁর কাব্যে ইসলামের চারজন খলিফার প্রশংসা করে অসংখ্য কাব্য রচনা করেছেন। তিনি ইসলামের চার খলিফার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি খলিফাদের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করেননি। সবাইকে সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর প্রশংসায় ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেন-

خواجهٔ حق پیشوای راستین   کوه حلم و باب علم و قطب دین
مرتضای مجتبا، جفت بتول   خواجهٔ معصوم، داماد رسول

(আত্তার ২৫২)

সত্য ন্যায়ের সঠিক পথ প্রদর্শক,
নম্রতা ও ভদ্রতার পর্বত, জ্ঞানের দরজা এবং ধর্মীয় নেতা।
মনোনীত, বাছাইকৃত তিনি, নবীর কুমারী তনয়ার সহচর
নিষ্পাপ খাজা, রাসুল (সা.)-এর জামাতা।

৪. পীর-মুর্শিদ সম্পর্কে আত্তারের দর্শন

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে পীর-মুর্শিদের অত্যধিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একজন মুর্শিদ হওয়ার জন্য দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। একটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ ঈমান আর অপরটি হলো আল্লাহ তায়ালার ভয়। সত্যিকারে মুর্শিদ তিনি হয়ে থাকেন যাকে দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণে আসে। যার কথা-বার্তায় ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং যার চারিত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে আখেরাতের কথা মনে হয়। তেমনি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মুর্শিদ ছিলেন শেখ সানআন। তিনি স্বীয় মুর্শিদকে অনেক ভক্তি, সম্মান ও ভালোবাসতেন। তাই মুর্শিদের প্রশংসা করে ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেন-

شیخ صَنعان، پیرِ عهدِ خویش بود   در کمال از هرچه گویم، بیش بود
شیخ بود او در حرم، پنجاه سال   با مریدِ چارصد صاحبْ کمال

(আত্তার ৬৭)

শেখ সানআন নিজ যুগের একজন পীর ছিলেন
তিনি পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে যা কিছু বলিনা কেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন।
তিনি এমন পীর ছিলেন যিনি পবিত্র কাবা ঘরে পঞ্চাশ বছর ছিলেন;
তাঁর সাথে পরিপূর্ণতার অধিকারী চারশত মুরিদ ছিলেন।

৫. অধ্যাত্মবাদের পথ-পরিক্রমায় আত্তারের দর্শন

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মতে, একজন আধ্যাত্মিক মুর্শিদ তথা খোদাপ্রেমিককে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য সাতটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এ স্তরগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

৫.ক. তালব বা অনুসন্ধান

তালব বা অনুসন্ধান কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তুর অনুসন্ধান। অনুসন্ধানকারী তাঁর সর্বোচ্চ দিয়ে মাশুকের অনুসন্ধান করে

থাকে। অনুসন্ধানকারীর দুনিয়াবী সুখ-শান্তি, লোভ-লালসা, ধন-সম্পদ, রাজস্ব, কর্তৃত্ব ও নফসের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। ফলে তাঁর মনের সকল প্রকার কলুষতা ও পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে মনের মধ্যে এক প্রকার নূরের তাজাল্লি সৃষ্টি হয়। তখন কোনো রকম ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট তাঁর প্রতিবন্ধক হতে পারে না। শুধুই মাশুকের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে থাকে (কামাল উদ্দিন ১৮১-১৮২)। ফরিদ উদ্দিন আত্তার এ সম্পর্কে বলেন-

مرد باید کز طلب در انتظار   هر زمانی جان کند در ره نثار
نه زمانی از طلب ساکن شود   نه دمی آسودنش ممکن شود

(আত্তার ৩৮৩)

মানুষের অনুসন্ধানের মাধ্যমে অপেক্ষা করা উচিত
এ পথেই সে সবসময় জীবন উৎসর্গ করে থাকে।
একটি মুহূর্তও অনুসন্ধান থেকে দূরে অবস্থান করা যাবে না
এক মুহূর্তও স্বস্তির কোনো অবকাশ নেই।

৫.খ. এশক বা প্রেম

আত্তার প্রেম বলতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রেমকে বুঝিয়েছেন। প্রেম কখনো জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিচালিত হয় না। বরং প্রেম এমন এক আগুন যা হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতি দিয়ে তা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। আল্লাহ প্রেমের মাধ্যমে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মিলন ঘটে থাকে। একজন সাধক তখন অনুভব করেন যে, সব সত্তার মূলে রয়েছেন এক পরম সত্তা; আর তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় নিজের সব অস্তিত্বকে বিলীন করে দেন। এরই মাধ্যমে তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হয়ে থাকেন (সরকার ১৬৯)।

এ স্তরে এসে আশেকের মনে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি স্বীয় সত্তা থেকে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়েন। এমনকি যুগ ও সময় সবই ভুলে যায়। মাশুকের বিরহ-বিচ্ছেদে তাঁর মন দগ্ধীভূত হতে থাকে। তখন ভালো-মন্দ সবই তাঁর কাছে একাকার হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন না। এ পর্যায়ে আশেকের কাছ থেকে আকল দূরীভূত হয়ে যায়। কারণ আকল প্রেমের পথে পরিচালকের ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। এ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক স্তর পরিক্রমায় প্রেমিকের মনে ব্যাকুলতা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কবির দু'টি বেইতের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

مرد کار افتاده باید عشق را   مردم آزاده باید عشق را

(আত্তার ৩৮৬)

কর্মঠ ব্যক্তি প্রেমে পতিত হওয়া উচিত
স্বাধীন ব্যক্তি প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া উচিত।

৫.গ. মারেফাত বা জ্ঞান

খোদাপ্রেমিকদের দৃষ্টিতে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানকে মারেফাত বলে। কোন কিছুর প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া, পরিচয় অর্জন করা, কোন কিছুর সম্যক জ্ঞান লাভ প্রভৃতি। শব্দের শেষে 'তে' বর্ণ থাকায় তাওহিদ বা একত্ববাদের ইশারা প্রকাশ করে (রশিদ ১৫৩)। মারেফাত ছয় প্রকারের হয়ে থাকে। একত্ববাদের পরিচয়, মর্যাদার পরিচয়, সাহায্যের পরিচয়, ক্ষমতার পরিচয়, সৃষ্টির শুরু ও শেষের পরিচয় এবং গোপন রহস্যের পরিচয়। মারেফাত এমন ব্যক্তির গুণ যিনি আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা গুণাবলি যথাযথভাবে বুঝতে পারেন এবং সব

কাজকর্মে তা সত্যে পরিণত করেন। এ চিন্তা-চেতনার বিপরীতে কোনো কাজ সম্পাদন করেন না (কামাল উদ্দিন ১৮৪)। মুর্শিদের সাধনায় মারেফাতের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, অন্তহীন এ পথ পরিক্রমা। প্রত্যেকের পথ ভিন্ন ভিন্ন, একজনের পথের সাথে অপর জনের পথের কোনো মিল নেই। এ স্তরে আত্মা ও দেহ, উন্নতি-অবনতি, পরিপূর্ণতা ও ক্ষতি একই সূত্রে গ্রথিত। প্রত্যেকের সাফল্য তার নিজের যোগ্যতা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল। এ পর্যায় এসে একজন মুর্শিদের কাছে সকল গোপন রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। সে প্রতিটি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ের চোখ দিয়ে অবলোকন করেন। তাঁর মনের গভীরে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। মুর্শিদের হৃদয়ে পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফরিদ উদ্দিন আত্তার এ সম্পর্কে বলেন-

تشنگی بر کمال اینجا بود   صد هزاران خون حلال اینجا بود
خویش را در بحر عرفان غرق کن   ورنه باری خاک ره بر فرق کن
(আত্তার ৩৯৩)
পরিপূর্ণতা লাভের তৃষ্ণা রয়েছে এখানে,
শত হাজার রক্তপাত হালাল রয়েছে এখানে।
নিজেকে অধ্যাত্মবাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত কর
অন্যথায় একবারে পথের মাটিকে আলাদা করে দাও।

৫.ঘ. এস্তেগনা বা অমুখাপেক্ষিতা

এস্তেগনা বা অমুখাপেক্ষিতা স্তরে এসে একজন প্রেমিক উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতের সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী আর সৃষ্টিজগতের সবকিছু মুখাপেক্ষী। এস্তেগনার অগ্নিদহন সবকিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ পথ দুর্গম, কঠিন ও বন্ধুর। প্রেমিকদের দেহ মন সবই উৎসর্গ করে দিয়ে এ মনযিল অতিক্রম করতে হয় । ফরিদ উদ্দিন আত্তার এ সম্পর্কে বলেন-

خیز و این وادی مشکل قطع کن   بازپر، وز جان وز دل قطع کن
جان برافشان در ره و دل کن نثار   ورنه ز استغنی بگردانند کار
(আত্তার ৪০১)
উঠে এসো, এ বিপদসঙ্কুল উপত্যকা বিচ্ছিন্ন কর,
উড়তে থাকো, আত্মা ও হৃদয় হতে বিচ্ছিন্ন কর।
আত্মাকে এ পথে নিয়োজিত কর এবং হৃদয়কে উৎসর্গ কর
অন্যথায় এস্তেগনার পথ থেকে স্বীয় সাধনা গুটিয়ে নাও।

৫.ঙ. তাওহিদ বা একত্ববাদ

তাওহিদ বা একত্ববাদ খোদাপ্রেমিকদের সাধনার পথে এমন এক স্তর যেখানে এসে একজন আশেক বস্তুগত সকল বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। এ স্তরে উপণীত হয়ে একজন প্রেমিক প্রকৃত হক বা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো কিছুই দেখতে পায় না এবং অন্যকিছু ভাবতেও পারে না। এ প্রসঙ্গে কবির দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

هم جزو کس را نبیند یک زمان   هم جزو کس راندانند جاودان
هرک در دریای وحدت گم نشد   گر همه آدم بود مردم نشد
(আত্তার ৪০৩)

তাঁকে ছাড়া একটি সময়ও কাউকে দেখে না
তাঁকে ছাড়া আন্য কাউকে চিরন্তন জানে না।
আল্লাহর একত্ববাদের সমুদ্রে যে হারিয়ে যায় নি
আদম সন্তান হয়েও সে প্রকৃত মানুষ হয় নি।

৫.চ. হেইরাত বা বিস্ময়

হেইরাত এর আভিধানিক অর্থ দিশেহারা বা পেরেশানী। খোদাপ্রেমিকদের এ পর্যায়ে এসে প্রেমিকের অনুশোচনা ও অনুতাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তিনি দিশেহারা কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মতো সব চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁর মনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, দিনকে দিন আর রাতকে রাত মনে হয় না। সবই যেনো অন্য রকম মনে হয়। তিনি নিজস্ব স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না। কখনো ভাবেন তিনি পরিপূর্ণ প্রেমিক, কখনো ভাবেন প্রেমিক নন (কামাল উদ্দিন ১৮৮)। আবার কখনো মনের গভীরে প্রশ্নের জাগে তিনি কে? কি তাঁর পরিচয়? আধ্যাত্মিক সাধক এ পর্যায় এসে নিজেকে সম্পূর্ণ দিশেহারারূপে অবলোকন করে থাকে। মনের ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা যেনো নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে অনুভূত হয়। ফরিদ উদ্দিন আত্তার এ সম্পর্কে বলেন-

مرد حیران چون رسد این جایگاه   در تحیر مانده و گم کرده راه
گوید اصلا می‌ندانم چیز من   وان ندانم هم ندانم نیز من

(আত্তার ৪০৭-৪০৮)

পেরেশান ব্যক্তি যখন এই জায়গায় এসে পৌঁছায়
তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভুলে যায়।
বলে, আমি আমার আসল পরিচয় জানি না,
আমি কে? তার কিছুই যেনো জানি না।

৫.ছ. ফাকর ও ফানা

ফানা ও বাকা সুফি সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। ফানা অর্থ আত্মবিনাশ। এ স্তরে সুফি তন্ময়তার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে মুছে দিয়ে ঐশী চেতনায় উন্নীত হন। এই স্তরে সাধক প্রবৃত্তি ও কামনার মায়াজাল ছিন্ন করে ঐশী সত্তায় প্রদীপ্ত হন। তাঁরা ব্যক্তিগত চৈতন্য আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমে সমাহিত হয়। বাকা মানে ঐশী সত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করা। এই স্তরে সুফি সাধক আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন। বাকা বিল্লাহ অবস্থায় সাধক ঐশী গুণে গুণান্বিত হন এবং সমুদয় ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছায় লয় প্রাপ্ত হয় (আলম ২৭৩)। ফানা ফিল্লাহ অবস্থায় যখন সাধক স্বীয় অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলে তখন তাঁর আপনাতে আপনার কিছু থাকে না। এ অবস্থায় সেখানে আল্লাহই বিরাজ করেন। সাধক আল্লাহতে ফানা হওয়ার পরই বাকা অবস্থায় উপণীত হতে পারে (রশিদ ১৭৪)। প্রকৃতপক্ষে ফানা এবং বাকা একই জিনিসের দু'টি দিক মাত্র। ফানা বাহ্যিক দিক, বাকা অভ্যন্তরিণ দিক। বাহ্যিক দিকের পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরিণ দিক বা সত্তার দিক সাধক দেখতে পায়। সকল বাধা বা পর্দা উন্মোচিত হলে পরম সত্তাকে বিশ্বের অন্তর ব্যাপী পরম ঐক্য-সত্তারূপে দেখা যায়। অন্য কথায় পর্দা দূর হলে পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে। এটাই বাকা বিল্লাহ, সাধকের সর্ব শেষ স্তর। ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেন-

هرکه او رفت از میان اینک فنا   چون فنا گشت از فنا اینک بقا

(আত্তার ৪১৫)

যখনই সে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় তখনই হয় ফানা
যখনই ফানা হয় তখনই হয়ে যায় বাকা।

উপসংহার

সেলযুকি যুগের ফারসি সাহিত্যের অন্যতম একজন প্রসিদ্ধ সুফি কবি ছিলেন শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার। ফারসি সাহিত্যের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমাসমূহ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে উপনীত হবার পথ-পরিক্রমাসমূহ দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। যা অধ্যাত্মবাদের প্রচার, প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। বিশেষকরে তাঁর রচিত *মানতেকুত তায়ের* কাব্যগ্রন্থে একজন আধ্যাত্মিক মুর্শিদ তথা খোদাপ্রেমিককে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য সাতটি স্তর অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। এই সাতটি স্তর কেউ অতিক্রম করতে পারলে সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে। আধ্যাত্মিক মুর্শিদদের পথ-পরিক্রমার এই দর্শনটি মুসলিম বিশ্বে খুবই জনপ্রিয় এবং সুফিবাদের ধারায় ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের এই চিন্তা-দর্শনটি আরবি, তুর্কি, উর্দু, হিন্দি ও বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

আত্তার, শেখ ফরিদ উদ্দিন। *মোখতার*। মোহাম্মদ রেযা শাফিয়ি কাদকানি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে সোখান, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ।

আত্তার, শেখ ফরিদ উদ্দিন। *মানতেকুত তায়ের*। মোহাম্মদ রেযা শাফিয়ি কাদকানি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে সোখান, ১৩৮৩ সৌরবর্ষ।

আনুসে, হাসান। *দানেশ নামে আদাবে ফারসি* (৪র্থ খণ্ড)। এন্তেশারাতে ওযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামি, ১৩৮০ সৌরবর্ষ।

আলম, ড. রশীদুল। *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*। মেরিট ফেয়ার প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.।

কামাল উদ্দিন, মো.। *ফরিদ উদ্দিন আত্তার : কাব্য ও সুফি দর্শন*। পরিলেখ, ২০১৯ খ্রি.।

জলীল, এ. এফ. এম. আব্দুল। *ইরানের বুলবুল*। বিশ্ব বিচিত্রা, ১৯৬৩ খ্রি.।

নাফিসি, সাঈদ। *জুসতজু দার আহভাল ওয়া অসারে ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরি*। কিতাব ফোরুশি ভা চাপখানেয়ে ইকবাল, ১৩২০ সৌরবর্ষ।

ফারুযানফার, বদিউয্যামান। *শারহে আহভাল ওয়া নাগদ ওয়া তাহলিলে আসারে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাবুরি*। এন্তেশারাতে আনজুমানে আসার ওয়া মাফাখেরে ফারহাঙ্গি, ১৩৭৪ সৌরবর্ষ।

ভূঁইয়া, আতিকুর রহমান। *কুরআন ও হাদিস সঞ্চয়ন*। ভূঁইয়া প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.।

মনসুরউদ্দীন, মুহাম্মদ। *ইরানের কবি*। বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.।

মোর্তাযপুর, আকবর। *শারহে হালে শায়েরানে ইরান*। এন্তেশারাতে আত্তার, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ।

রশিদ, ফকির আবদুর। *সূফী দর্শন*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খ্রি.।

রহমান, মুহাম্মদ মানজুরুর ও রহমান, মোছাঃ মনিরা। *ওমর (রা.)-এর জীবনকর্ম ও শাসন পদ্ধতি*। আশরাফিয়া বুক হাউজ, ২০১৫ খ্রি.।

শাকিব, নেমাতুল্লাহ কাজি। *বেসুয়ে সীমোরগ*। এন্তেশারাতে সিক্কে, ১৩৮০-১৩৮১ সৌরবর্ষ।

শাকিবা, পারভিন। *শেরে ফারসি আয আগায তা এমরোয*। এন্তেশারাতে হেরমান্দ, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

শাজিয়ি, পুরান। *জাহানবিনিয়ে আত্তার নিশাপুরি*। মোয়াস্‌সাসায়ে নাশরে বিরায়েশ, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ।

শাফাক, রেযা যাদেহ। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ।

সরকার, মো. সোলায়মান আলী। *ইবনুল আরবী ও জালালউদ্দীন রুমী*। সদর প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.।

সাফা, যবিহ উল্লাহ। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (২য় খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, ১৩৯১ সৌরবর্ষ।